দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

৩১

প্রভাষকের প্রতারণা : ৫২ জন এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নেত্রকোনা, ২৮ আগস্ট।—অনিয়মিত হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু ৫২ জন পরীক্ষার্থী প্রতারণার শিকার হয়ে এবার পরীক্ষা দিতে পারেনি। এ নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা এবং ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি ঘটে চলতি এইচএসসি পরীক্ষায় জেলার পূর্বধলা থানার শ্যামগঞ্জ হাফেজ জিয়াউর রহমান মহাবিদ্যালয় কেন্দ্রে।

জানা যায়, মহা বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী প্রভাষক শরীফ আহমদ স্থানীয় এবং দূর-দূরান্ত হতে আগত ৫২ জন পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীর নিকট হতে বহিরাগত হিসাবে চলতি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার অঙ্গীকারে প্রত্যেকের কাছ থেকে চার হাজার টাকা করে আদায় করেন। পরিকল্পনা মাফিক বোর্ডের বিধিমত পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশনের দরখাস্ত নেয়া হয়। তাদের ভুয়া রেজিস্ট্রেশন নং সরবরাহ করে প্রত্যেকের কাছ থেকে পরীক্ষার ফিস ও অন্যান্য খরচ বাবদ উল্লিখিত পরিমাণের টাকা আদায় করে পরীক্ষার ফরম পূরণ করে নেয়া হয়। কিন্তু টাকা প্রাপ্তির কোন রসিদ দেয়া হয়নি।

তারা পরীক্ষা দিতে এসে দেখতে পায়, তাদের কারো নামে কোন প্রবেশপত্র বোর্ড হতে আসেনি। কিন্তু মহাবিদ্যালয়ের নিয়মিত ১২২ জন ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেকের নামেই প্রবেশপত্র এসেছে। বহিরাগত পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরা সংশ্লিষ্ট প্রভাষকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে, তিনি জানান যে, তাদের ফরম ও পরীক্ষার ফিস যথারীতি বোর্ডে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক কোন অসুবিধার কারণে এবারে তাদের-পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আগামীতে তারা যাতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে সে জন্য তিনি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে বহিরাগত পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরা প্রভাষক শরীফ আহমদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং পরীক্ষা কেন্দ্র তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা দু'জন এ বিষয়ে কিছুই অবগত নন বলে জানিয়ে দেন।

দূর-দূরান্তের পরীক্ষার্থীদের কেউ কেউ বিফল মনোরথ হয়ে বাড়ি চলে যায়। আবার কেউ কেউ এখন পর্যন্ত মহাবিদ্যালয় এলাকায় অবস্থান করছে।

এলাকার জনমনে ধারণা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট প্রভাষক ৫২ জন পরীক্ষার্থীর নিকট হতে আদায়কৃত ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা একক দায়িত্বে আত্মসাৎ করেছে।

এ ব্যাপারে এলাকার একটি টাউটচক্র প্রভাষকের সহযোগিতায় রয়েছে বলে অনেকে মনে করে। কারণ প্রভাষকের উপর পরীক্ষার্থীরা চাপ দিলে এ সমস্ত টাউটরা অনেককে হুমকি প্রদর্শন করছে।